ভারতের রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর সম্পর্ক

সংসদীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় একজন নিয়মতান্ত্রিক শাসক-প্রধান থাকেন, তাঁর নামে দেশের সমস্ত শাসনকার্য পরিচালিত হয়। কিন্তু প্রকৃত ক্ষমতা ভোগ করেন প্রকৃত শাসক। যিনি জনগণের দ্বারা প্রত্যক্ষ ভোটের মাধ্যমে নির্বাচিত হন। ভারতেও অনুরূপ সংসদীয় গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়েছে, এই ব্যবস্থায় নিয়মতান্ত্রিক শাসক-প্রধান হলেন রাষ্ট্রপতি। প্রকৃত ক্ষমতা আছে প্রধানমন্ত্রীর হাতে। অর্থাৎ প্রকৃত শাসক হলেন প্রধানমন্ত্রী। প্রধানমন্ত্রী জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটের দ্বারা নির্বাচিত হন। ভারতের রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর মধ্যে সম্পর্ক আলোচনা করলে যে বিষয়গুলি পাওয়া যায়, তা হল—

[1] **সংখ্যাগরিষ্ঠতা প্রমাণের জন্য নির্দেশদান:** প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রপতির দ্বারা নিযুক্ত হন। লোকসভায় যে দল সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে সেই দলের নেতা বা নেত্রীকেই রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রী পদে নিযুক্ত করেন। লোকসভায় কোনো দল এককভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠতা না পেলে, নির্বাচনে যে দল বেশি আসন পেয়েছে অথবা কোনো জোট গঠিত হলে জোটের নেতাকে রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রী পদে নিযুক্ত করেন। তবে এক্ষেত্রে তিনি ওই নেতা বা নেত্রীকে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠতা প্রমাণ করার নির্দেশ দিতে পারেন।

[2] **মন্ত্রীপরিষদের প্রধান:** ভারতের সংবিধানে উল্লেখ করা হয়েছে যে, রাষ্ট্রপতিকে পরামর্শদানের জন্য একটি মন্ত্রীপরিষদ থাকবে—প্রধানমন্ত্রী হবেন এই মন্ত্রীপরিষদের প্রধান।

[3] **প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ:** কার্যকাল শেষ হওয়ার আগেই কোনো কারণে যদি প্রধানমন্ত্রীর মৃত্যু হয় তাহলে রাষ্ট্রপতি নতুন প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ করতে পারেন। এক্ষেত্রে অবশ্য সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের পরবর্তী নেতাকেই তিনি আহ্বান করবেন।

[4] **যোগসূত্র রক্ষা:** প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রপতি ও মন্ত্রীসভার মধ্যে যোগসূত্র রক্ষার কাজ করেন। শাসনকার্য পরিচালনার ব্যাপারে এবং আইনের প্রস্তাব সম্পর্কিত কার্যাবলির সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রপতির কাছে সিদ্ধান্তগুলি উপস্থিত করেন।

[5] **রাষ্ট্রপতিকে অবহিত করা:** আবার রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রীর কাছে আইন ও প্রশাসনিক প্রস্তাব সম্পর্কে জানতে চাইলে প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব হল সে সম্পর্কে রাষ্ট্রপতিকে অবহিত করানো।

Scanned with CamScanner

[6] দায়িত্বশীলতা: প্রধানমন্ত্রী ও তাঁর মন্ত্রীসভা যেসব নীতি গ্রহণ করেন বা অন্যান্য কার্যাবলির পালন করেন, সেইসব কৃতকর্মের জন্য লোকসভার কাছে দায়িত্বশীল থাকতে হয়। কিন্তু লোকসভার আস্থা হারালে রাষ্ট্রপতির নির্দেশে ওই প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রীসভাকে পদত্যাগ করতে হয়।

[7] শাসন সংক্রান্ত পরামর্শদান: শাসন সংক্রান্ত কোনো ব্যাপারে আবার রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রীকে পরামর্শ দিতে পারেন।

[8] তত্ত্বগতভাবে শাসন বিভাগীয় প্রধান: ভারতে সংসদীয় শাসনব্যবস্থা প্রবর্তিত হওয়ায় তত্ত্বগতভাবে রাষ্ট্রপতি হলেন সকল প্রকার শাসন বিভাগীয় কার্যাবলির প্রধান। বাস্তবে মন্ত্রীসভার নেতা হিসেবে প্রধানমন্ত্রীই সকল কার্য পরিচালনা করেন, তবে রাষ্ট্রপতি যদি এ কথা মনে করেন যে প্রধানমন্ত্রীর কাজের ক্ষেত্রে সংবিধান লঙ্ঘিত হচ্ছে তাহলে তিনি প্রধানমন্ত্রীকে সে ব্যাপারে সর্তক করে দিতে পারেন।

[9] কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্ক বিষয়ক ক্ষমতা: রাষ্ট্রপতি কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্ক বিষয়ে বিপুল ক্ষমতার অধিকারী। কিন্তু কার্যত এইসব ক্ষমতা প্রয়োগ ও নিয়ন্ত্রণ করেন প্রধানমন্ত্রী। কেন্দ্র, রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির ওপর প্রধানমন্ত্রীই প্রকৃত ক্ষমতা প্রয়োগের অধিকারী।

[10] লোকসভা ভেঙে দেওয়ার ক্ষমতা: লোকসভার আস্থা ভোটে প্রধানমন্ত্রী পরাজিত হলে তিনি রাষ্ট্রপতিকে লোকসভা ভেঙে দেওয়ার পরামর্শ দিতে পারেন। রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রীর এই পরামর্শ মানতে পারেন আবার নাও মানতে পারেন। রাষ্ট্রপতি উক্ত প্রধানমন্ত্রীকে পদত্যাগ করতে বলতে পারেন এবং নতুন প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ করতে পারেন।

[11] রাষ্ট্রপতি কর্তৃক বাস্তবায়ন: রাষ্ট্রপতি যাঁদের নিযুক্ত করেন—অর্থাৎ কোনো রাজ্যের রাজ্যপাল, রাষ্ট্রদূত, অ্যাটর্নি-জেনারেল, কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রকৃত্যকের সভাপতি এবং অন্য সদস্যবৃন্দ, নিয়ন্ত্রক ও মহাগণনা পরীক্ষক, ভারতের নির্বাচন কমিশনার এবং কমিশনের অন্যান্য সদস্যবৃন্দ প্রমুখকে প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ অনুসারেই রাষ্ট্রপতি নিযুক্ত করেন। তা ছাড়া জরুরি অবস্থা সম্পর্কিত ঘোষণা, প্রজাতন্ত্র দিবসে উপাধি প্রদান, রাজ্যসভায় কাকে মনোনীত করা হবে প্রভৃতি ক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রীই রাষ্ট্রপতিকে পরামর্শ দেন এবং রাষ্ট্রপতি তার বাস্তবায়ন ঘটান।

[12] তদারকি সরকার গঠন: কোনো কারণে যদি প্রধানমন্ত্রী পদত্যাগ করেন তাহলে রাষ্ট্রপতি নতুন নির্বাচন না হওয়া পর্যন্ত উক্ত প্রধানমন্ত্রীকে কাজ চালিয়ে যাওয়ার জন্য বলতে পারেন। আবার বিকল্প হিসেবে রাষ্ট্রপতি কোনো 'তদারকি সরকার' গঠনের জন্যও বলতে পারেন। যতদিন না নতুন সরকার প্রতিষ্ঠিত হয় ততদিন ওই 'তদারকি সরকার' কাজ করে যাবে।

মূল্যায়ন: পরিশেষে বলা যায় যে, ভারতে সংসদীয় ব্যবস্থা কার্যকর হওয়ার জন্য প্রধানমন্ত্রীর হাতে বিপুল ক্ষমতা ভোগের এক্তিয়ার রয়েছে। রাষ্ট্রপতি তত্ত্বগতভাবে প্রধান হলেও বাস্তবে সকল কাজের বিষয়ে প্রধানমন্ত্রীর ভূমিকাই বেশি। প্রধানমন্ত্রী ও রাষ্ট্রপতি তাই সহযোগী হিসেবে কাজ করেন। উভয়ের মধ্যে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন কারণে বিরোধও উপস্থিত হয়েছে। কিন্তু সেইসব বিরোধের বিষয়গুলি ব্যাপক আকার নিতে পারেনি। রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী উভয়ের ব্যক্তিত্ব, বিচক্ষণতা, জরুরিকালীন সময়ে সিদ্ধান্তগ্রহণের ব্যবস্থা, রাজনৈতিক বিচক্ষণতা প্রভৃতির ওপর তাঁদের মর্যাদা নির্ভরশীল। উভয়ের মধ্যে মধুর সম্পর্ক ভারতের সংসদীয় গণতান্ত্রিক কার্যকলাপে ...ভাবে কাম্য।

Scanned with CamScanner